সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

সহজ সীরাত

রহমতে আলম ﷺ

সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভী রহ.

(১৮৮৪–১৯৫৩)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম কাসেমী

মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামিআ মুহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া, টিএন্ডটি কলোনি বনানী, ঢাকা এবং আল-জামিআতুল ইসলামিয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর।

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

সীরাত **রহমতে আলম সা.**

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : সফর ১৪৪২ হি. / সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রি.
প্রচ্ছদ : কাজী যুবায়ের মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব
ISBN : 978-984-94929-4-8

মূল্য : ৳ ৩০০ (তিন শত টাকা মাত্র) US $10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com; www.boi-kendro.com

প্রকাশকের কথা

মুসলিমদের সফলতার অন্যতম উপায় ও অবলম্বন হচ্ছে সীরাতগ্রন্থ অধ্যয়ন। এজন্য প্রতিটি মুসলিম ঘরেই এর পাঠ, চর্চা ও অনুধাবন-প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা জরুরী। নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ও সীরাত-গবেষকদের লেখায় সীরাতের ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান আলোচিত হয়েছে। তারা সমাজ-প্রেক্ষাপট ও শ্রেণিভেদে মানুষের মেধা-মনন বিবেচনা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি—*রহমতে আলম সা.*—বিশেষভাবে সমাজের সাধারণ শিক্ষিতদের জন্য লেখা হয়েছে। আর এ মহান কাজটি করেছেন এ উপমহাদেশের অন্যতম দ্বীনী ব্যক্তিত্ব, গবেষক, পণ্ডিত, ইতিহাসবেত্তা ও সাহিত্যিক আলেম সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভী রহ.। এক কথায় এটি সংক্ষিপ্তাকারে একটি অসাধারণ সীরাতগ্রন্থ।

মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত। এটি অনুবাদ করেছেন সময়ের প্রসিদ্ধ লেখক ও অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম সাহেব। ইতোমধ্যে *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে তার অনূদিত *তাফসীরে মুযিহুল কুরআন* এবং *হাদীসের দুআ দুআর হাদীস* প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাকে এর পরিপূর্ণ বদলা নসীব করেন।

গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে। মহান আল্লাহ তাআলা এই বইটির পাঠক, লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করেন, তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করেন, সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০

অনুবাদকের কথা

ইসলামী জীবন-যাপন ও আখেরাতে সফলতা অর্জনে সুন্নাতের অনুসরণ-অনুকরণের বিকল্প কিছু নেই। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনচরিত অধ্যয়ন একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এ উপমহাদেশের প্রথিতযশা আলেম ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভী রহ. কর্তৃক রচিত *রহমতে আলম সা.*-এর অনুবাদ। তিনি সাধারণ শিক্ষিতদের উপযোগী করে এ গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন—যা বহুল প্রশংসিত এবং বিজ্ঞমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এ কারণে গ্রন্থটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

এদেশের স্বনামধন্য প্রকাশনী *মাকতাবাতুল ফুরকান*-এর স্বত্বাধিকারী কমান্ডার (অব.) মুহাম্মাদ আদম আলী সাহেব গ্রন্থটি প্রকাশে এগিয়ে এসে আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় নসীব করেন, তার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও বরকত দান করেন।

আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করি, ভুলত্রুটি মাফ করে তিনি এ গ্রন্থটিকে গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ করেন, পাঠককে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন, সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত বহাল রাখেন এবং পারলৌকিক নাযাতের অসিলা বানান, আমীন।

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
বনানী, ঢাকা।

০৬ যিলকদ, ১৪৪১ হিজরী
২৮ জুন, ২০২০ খৃস্টাব্দ

সূচিপত্র

আরব ভূখণ্ড	১১
হিজায	১১
সৃষ্টিকর্তার দূত	১২
পয়গাম্বরদের ধারাবাহিকতা	১২
ইবরাহীম আ.-এর বংশবিস্তার	১৩
কাবা শরীফ	১৪
ইসমাঈল আ.-এর সংসার	১৫
কুরাইশ সম্প্রদায়	১৬
বনু হাশেম	১৬
আব্দুল মুত্তালিব	১৭
আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান-সন্ততি	১৭
আব্দুল্লাহ	১৭
বরকতময় জন্মদিন	১৮
লালনপালন	১৮
মা আমিনার সান্নিধ্যে	১৯
বিবি আমিনার ওফাত	১৯
আব্দুল মুত্তালিবের ছায়া	২০
আব্দুল মুত্তালিবের জীবনাবসান	২০
আবু তালিবের তত্ত্বাবধান	২০
‘ফিজার’ সংগ্রামে অংশগ্রহণ	২১
‘হিলফুল ফুযুল’ সংগঠন	২২
কাবা শরীফ নির্মাণ	২৩
সওদাগিরি পেশা	২৪
ব্যাবসার উদ্দেশ্যে সফর	২৬
খাদীজা রা.-এর অংশগ্রহণ	২৬
খাদীজা রা.-এর সঙ্গে বিয়ে	২৬
পৌত্তলিকতা ও মন্দ কাজ পরিহার	২৭
মুহাম্মাদ সা. যখন নবী হলেন	২৮

ওহী ও আসমানী বার্তা	৩০
দ্বীন ইসলাম	৩২
তাওহীদ ও একত্মবাদ	৩২
ফেরেশতা	৩৩
রাসূল	৩৩
আসমানীগ্রন্থ	৩৪
মৃত্যুর পর পুনর্জীবন	৩৪
ঈমান	৩৪
প্রবীণ মুসলিম	৩৪
প্রকাশ্যে দ্বীন ইসলামের ডাক	৩৭
দ্বীন প্রচারের বছর	৩৯
হামযা রা.-এর ইসলাম গ্রহণ	৪১
উমর রা. যেভাবে মুসলিম হলেন	৪২
আবু যর গিফারী রা.	৪৪
অসহায় মুসলিমদের ওপর সিরিজ নির্যাতন	৪৬
আবিসিনায় হিজরত	৪৯
শিআবে আবি তালিবে নযরবন্দি	৫০
আবু তালিব ও খাদীজা রা.-এর ইন্তেকাল	৫১
বিপদের ওপর বিপদ	৫২
তায়েফ সফর	৫৩
গোত্রে গোত্রে হকের ফেরি	৫৪
আউস ও খাযরাজ গোত্রে ইসলাম	৫৪
আকাবার বাইআত	৫৫
হিজরত	৫৭
মদীনা এবং আনসার	৫৭
মদীনা	৫৯
প্রথম মসজিদ	৬০
প্রথম জুমআ	৬০
মদীনায় প্রবেশ	৬১
আনসার	৬২
মসজিদে নববী ও হুজরা নির্মাণ	৬৩
আসহাবে সুফফাহ	৬৩
নামাযের পূর্ণতা ও কিবলা	৬৪

কিবলা	৬৫
ভ্রাতৃত্ববন্ধন	৬৬
ইয়াহুদীদের কথা ও সিদ্ধান্ত	৬৬
মক্কাবাসীর নিপীড়ন ও দুরভিসন্ধি	৬৮
মুসলিমদের তিন কিসিম দুশমন	৬৮
মুনাফিকদের সাথে আচরণ	৬৯
মক্কার কাফেরদের প্রতিরোধ	৭০
বদর-যুদ্ধ	৭২
দুশমনদের সাথে আচরণ	৭৫
বদরের প্রতিশোধ	৭৭
হযরত ফাতেমা রা.-এর বিয়ে	৭৭
রমাযান	৭৯
ঈদ	৮০
উহুদ-অভিযান	৮০
ইয়াহুদী সম্প্রদায় : নিরাপত্তার হুমকি	৯০
বনু কাইনুকা'র সাথে লড়াই	৯৩
মুসলিম দ্বীনপ্রচারকদের নৃশংস হত্যা	৯৪
ইবনে আবিল হুকাইক-এর বংশ	৯৬
বনু নাযীর গোত্রের নির্বাসন	৯৭
পরিখা যুদ্ধ (সম্মিলিত বাহিনীর অভিযান)	৯৮
বনু কুরাইযার পরিণতি	১০১
সাংবিধানিক স্বীকৃতিতে ইসলাম	১০২
ইসলামের পথে দুটি প্রতিবন্ধকতা	১০৪
হুদাইবিয়ার সন্ধি	১০৫
ইসলামের বিজয়	১০৮
বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে ইসলামের আহ্বান	১০৮
ইয়াহুদীদের সর্বশেষ খাইবার দুর্গ	১১৩
বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা : উমরা আদায় করা	১১৯
মূতা অভিযান : মোকাবেলায় নতুন শত্রু	১২০
কাবার ছাদে ইসলামের পতাকা : মক্কা-বিজয়	১২২
হাওয়াযিন ও সাকীফ অভিযান	১২৯
যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা ও রাসূল সা.-এর ভাষণ	১৩১

পরাশক্তি রোমের হুমকি : তাবূক-লড়াই	১৩৪
জিযিয়া (ভূমিকর)	১৩৬
ইসলামী যুগের সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক হজ	১৩৭
আরবের পথে-প্রান্তরে ইসলামের জয়ধ্বনি	১৩৯
দ্বীনের পূর্ণতা এবং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা	১৪৩
নামায	১৪৪
যাকাত	১৪৭
রোযা	১৪৮
হজ	১৪৯
রাসূল সা.-এর শেষ হজ	১৫০
ওফাত	১৫৯
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি	১৬৭
পবিত্র স্ত্রীগণ	১৬৭
সন্তান-সন্ততি	১৬৮
স্বভাব-চরিত্র	১৬৮

আরব ভূখণ্ড

আমাদের দেশের (ভারতবর্ষের) পশ্চিম দিকে সমুদ্র প্রবহমান। সেই সমুদ্রের পূর্ব উপকূলে ভারতবর্ষ আর পশ্চিম কিনারায় আরব ভূখণ্ড। আরব দেশের অধিকাংশ জুড়ে মরুভূমি আর পর্বতশ্রেণি। অনাবাদ ও অনুর্বর ভূমিও অনেক। কোথাও উর্বর ও শ্যামলিমাও আছে। সেখানেই গড়ে উঠেছে আবাদি।

মহাসাগরের এক দিকে ভারত মহাসাগর, অন্য দিকে ইরানের অববাহিকা। আরেক দিকে লোহিত সাগর। চতুর্থ দিকে লোকালয়। সেখানেই ইরাক ও সিরিয়ার অবস্থান। এ কারণে আরব দেশকে আরব উপদ্বীপ বলা হয়। লোহিত সাগর থেকে উপকূলীয় সরু পথ সিরিয়ার সীমান্ত থেকে শুরু হয়ে ইয়েমেনের প্রদেশে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। বিস্তৃত এই এলাকাকে হিজায বলা হয়। ইয়েমেনের লোহিত সাগরের উপকূলীয় অঞ্চল ধরে সুদূর হিজায থেকে ইডেন বন্দরের অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা আরবের সর্বাধিক সবুজ-শ্যামল। ইডেন অববাহিকার কাছাকাছি 'হাযরামাউত' অবস্থিত। ওমান দরিয়ার পশ্চিম উপকূলে ওমান ও ইরানের অববাহিকার নিকটবর্তীতে 'বাহরাইন' এবং তার কাছেই 'ইয়ামামাহ' অবস্থিত। দেশের মাঝামাঝি থেকে ইরাক পর্যন্ত এলাকাকে 'নাজদ' বলা হয়।

হিজায

লোহিত সাগরের উপকূলীয় অঞ্চল সিরিয়ার সীমান্ত থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাকে হিজায বলা হয়। হিজাযের বিখ্যাত তিনটি শহর হলো– মক্কা শরীফ, তায়েফ নগর এবং মদীনা শরীফ। এই তিন নগরীর সঙ্গে রয়েছে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্ক।

সৃষ্টিকর্তার দূত

একজন লোক নিজের মনের কথা লোক মারফতে দূরবর্তী লোকের কাছে পাঠিয়ে থাকে। গোপনীয় এমন বার্তা প্রেরণের ক্ষেত্রে স্বভাবত গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত লোকই মনোনীত হয়ে থাকে। ওই বার্তাকে 'পয়গাম' আর লোকটিকে 'বার্তাবাহক' বা 'পয়গম্বর' কিংবা 'রাসূল' বলা হয়। এভাবে লোকটি প্রেরকের সংবাদ প্রাপককে অবহিত করে আসে।

এভাবেই আল্লাহ তাআলা যখন চাইলেন, নিজের বান্দাদেরকে বার্তা শোনাবেন, তিনি মেহেরবানি করে কিছু বান্দাদের মনোনীত করে নিলেন। এরাই নবী-রাসূল এবং মহান সৃষ্টিকর্তার দূত ও বার্তাবাহক। এদের দায়িত্ব হলো—আল্লাহ তাআলার বাণী লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া। পরওয়ারদেগারের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের অবহিত করা। তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্ট-অন্তুষ্ট কাজের কথা বলা। তারা অবহিত করেন—যে লোক সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মেনে চলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি খুশি হন। পক্ষান্তরে, যে লোক তা মানে না, সে তাঁর বিরাগভাজন হয়।

পয়গাম্বরদের ধারাবাহিকতা

মহান আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবী বানিয়ে মনুষ্য-বসবাসের উপযোগী করেছেন। সর্বপ্রথম যে মানুষকে তিনি নিজ কুদরতে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই হলেন আদম আলাইহিস সালাম। এই আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম থেকে গোটা মানবজাতির বংশ বিস্তার করে। তিনিও একজন নবী ছিলেন। তার সময় থেকে আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাদেরকে ভালো কথা শেখানো এবং মন্দ কথা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশে নিজের দূত তথা নবী-রাসূলদের ধারাবাহিকতাও চালু করেন। এই ধারাবাহিকতা বহাল ছিল আমাদের সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত। তার পর নতুন কোনো নবী এই পর্যন্ত আসেনি এবং কেয়ামত পর্যন্ত আসবে না।